বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

হাইকোর্ট বিভাগ

(ফৌজদারী রিভিশন সংক্রান্ত অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মুহাম্মদ আবদুল হাফিজ

এবং

বিচারপতি জনাব মোঃ রুহুল কুদ্দুস

ফৌজদারী রিভিশন নং ২০১০/ ১৯৯১

শিরোনামঃ

ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪৩৫ ও ৪৩৯ ধারা অনুযায়ী দায়েরকৃত একটি আবেদন।

পক্ষসমূহঃ

রাষ্ট্র

--- দরখাস্তকারী

-বনাম-

কারী আবুল বাশার ও অন্য দুই জন

--- প্রতিপক্ষ আসামীগন

জনাব মোঃ আবু সালেহ মোঃ ফজলে রাব্বি খান, সহকারী এ্যটর্নী জেনারেল

--- দরখাস্তকারী পক্ষে

প্রতিপক্ষগণ অনুপস্থিত

তর্কিত বিষয়ঃ

পিরোজপুরের বিজ্ঞ দায়রা জজ কর্তৃক ৬৫/১৯৮৬ নং দায়রা মামলায় প্রদত্ত বিগত ০২/০২/১৯৮৭ তারিখের আদেশ।

রায়ের তারিখঃ ২৭/০২/২০১৪

বিচারপতি মোঃ রুহুল কুদ্দুসঃ

দরখাস্তকারী রাষ্ট্রপক্ষ পিরোজপুরের বিজ্ঞ দায়রা জজ কর্তৃক ৬৫/১৯৮৬ নং দায়রা মামলায় প্রদত্ত বিগত ০২/০২/১৯৮৭ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন মামলাটি আনয়ন করিয়াছে।

মামলার ঘটনা সংক্ষেপে এই যে মামলার এজাহারকারী জনাব হাজী হোসেন উদ্দিন তার কনিষ্ঠ সন্তান আনসার আলীর অন্তর্ধানের প্রেক্ষিতে বিগত ১৬/০৯/১৯৮৫ তারিখে পিরোজপুর জেলার অধীন কাউখালী থানায় দন্ডবিধির ৪৫৭ ও ৩৬৪ ধারায় একটি এজাহার দায়ের করেন। ঐ এজাহারের ভিত্তিতে পরিচালিত তদন্ত শেষে পুলিশ বিগত ২৮/০৩/১৯৮৬ তারিখে প্রতিপক্ষ আসামীগণের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির উল্লেখিত ধারায় অভিযোগপত্র দায়ের করে। উল্লেখ্য, পুলিশ কর্তৃক তদন্তকালীন ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী স্বাক্ষী সাফিয়া বেগম ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে প্রদত্ত জবানবন্দিতে প্রতিপক্ষ আসামীগণকে ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রকাশ করে। অতঃপর উক্ত মোকদ্দমাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত করিয়া পিরোজপুর বিজ্ঞ দায়রা জজ আদালতে প্রেরণ করা হয়, যেখানে উহা দায়রা মামলা নং ৬৫/১৯৮৬ হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়। কয়েকটি তারিখ অতিক্রান্ত হইবার পরে বিগত ৩১/০১/১৯৮৭ তারিখে মামলার এজাহারকারী একখানা দরখাস্তমূলে উক্ত মামলা চালাইবেনা বলিয়া তাহা প্রত্যাহারের আবেদন করে। উক্ত দরখাস্ত শুনানী শেষে বিজ্ঞ দায়রা জজ তাঁহার ০২/০২/১৯৮৭ তারিখে প্রদত্ত আদেশের মাধ্যমে উক্ত মামলা প্রত্যাহার করার আবেদনটি মঞ্জুর করে। উক্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইয়া রাষ্ট্রপক্ষ হাইকোর্ট বিভাগে অত্র রিভিশন মামলা দায়ের করে, যাহার উপর প্রাথমিক শুনানী শেষে হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ বিগত ২৮/০৮/১৯৮৭ তারিখে কারণ দর্শানোর নোটিশ (Rule) জারি করে । দাপ্তরিক বিবরন থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রতিপক্ষ-আসামীগণের উপর অত্র রিভিশনের নোটিশ জারীপূর্বক মামলাটি শুনানীর জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। কিন্তু প্রতিপক্ষ আসামীগণ হাজির হইয়া অত্র রিভিশন মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কোন উদ্দ্যোগ গ্রহন করে নাই।

ধারাক্রম অনুযায়ী মামলাটি শুনানীর জন্য গ্রহন করা হইলে বিজ্ঞ সহকারী এ্যটর্নী জেনারেল জনাব আবু সালেহ মোঃ ফজলে রাব্বি খান, দরখাস্তকারী পক্ষে নিবেদন করেন যে দন্ডবিধির ৪৫৭ ও ৩৬৪ ধরার অপরাধ আপোষযোগ্য না হওয়ায় এবং মূল মামলাটি একটি পুলিশ বাদী মামলা হওয়ায় আইন এজাহারকারীকে ফৌজদারী মামলা প্রত্যাহারের কোন ক্ষমতা প্রদান করে না। যদিও ফৌজদারী কার্য্যবিধির

৪৯৪ ধারায় কেবলমাত্র পাবলিক প্রসিকিডটারকে কোন কোন ক্ষেত্রে মামলা প্রত্যাহারের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে, কিন্তু বর্তমান মামলাটিতে যেহেতু বিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটার প্রত্যাহারের কোনরূপ দরখাস্ত দাখিল করেন নাই অথবা বর্নিত অপরাধসমূহ আইনের বিধানমতে আপোষযোগ্য নহে, তাই বিজ্ঞ দায়রা জজের তর্কিত আদেশটি বেআইনী হইতেছে।

মামলার নথিপত্র তথা এজাহার, চার্জসীট, ঘটনার শিকার আনসার আলীর স্ত্রী ও ঘটনার একমাত্র প্রতক্ষ্যদর্শী স্বাক্ষী সাহেরা খাতুন কর্তৃক প্রদত্ত জবানবন্দি এবং দায়রা মামলায় প্রদত্ত আদেশসমূহ পর্যালোচনা পূর্বক দেখা যায় যে বর্তমান মামলাটি রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালনাযোগ্য একটি ফৌজদারী মামলা, যাহা একটি এজাহারের ভিত্তিতে চালু হইয়াছে। উক্তরূপ মামলা এজাহারকারী কর্তৃক প্রত্যাহারের সুযোগ না থাকায় বিজ্ঞ দায়রা জজ কর্তৃক ৬৫/১৯৮৬ নং দায়রা মামলায় বিগত ০২/০২/১৯৮৭ তারিখে প্রদত্ত আদেশের মাধ্যমে মামলা প্রত্যাহার আইনসম্মত হয় নাই বলিয়া প্রতিয়মান হইতেছে। ফলে তর্কিত আদেশটি বাতিল করা হইল এবং অত্র রিভিশন মোকদ্দমাটি মঞ্জুর করা হইল।

যেহেতু ইহা একটি অতি পুরাতন ফৌজদারী মামলা, বিচারিক আদালত প্রয়োজন ব্যতিত কোনরূপ সময়ের দরখাস্ত মঞ্জুর না করিয়া যত দ্রুত সম্ভব মূল মামলাটি নিষ্পত্তি করিবেন।

বিচারপতি মুহাম্মদ আবদুল হাফিজঃ

আমি আমার সংগীয় বিচারক জনাব মোঃ রুহুল কুদ্দুস প্রদত্ত রায়ের সাথে একমত পোষণ করিতেছি।